২

প্রথম আলো

তারিখ ... SEP 2 4 2006 ...
পৃষ্ঠা ২৪ কলাম ৬

অধ্যক্ষ নিয়োগের প্রতিবাদে লালমাটিয়া কলেজে শিক্ষকেরা আন্দোলনে

নিজস্ব প্রতিবেদক

লালমাটিয়া মহিলা কলেজের শিক্ষকেরা একযোগে লাগাতার ক্লাস ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা বর্জনের মধ্য দিয়ে আন্দোলন শুরু করেছেন। গতকাল শনিবার থেকে শুরু হওয়া এ কর্মসূচির পাশাপাশি শিক্ষকেরা কালোব্যাজ পরে কলেজে আসবেন।

প্রতিষ্ঠানে যোগ্য শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও বাইরে থেকে কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পুরুষ অধ্যক্ষ নিয়োগের প্রতিবাদে তারা আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। ফলে চার সহস্রাধিক ছাত্রীর এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গতকাল ক্লাস হয়নি। শিক্ষকেরা ছাত্রীদের কাছে এ জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, মহিলা কলেজের অস্তিত্বের স্বার্থে এবং অন্যায়ের প্রতিবাদে তারা এমন কর্মসূচি নিতে বাধ্য হয়েছেন। ছাত্রীদের এ ক্ষতি তারা পুষিয়ে দেবেন।

গত মঙ্গলবার কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভায় কর্নেল (অব.) মোশাররফ হোসেনকে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ চূড়ান্ত করা হয়। বিএনপির সাংসদ এবং কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন। সাংসদ মাহবুব উদ্দিন এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কলেজের দুজন শিক্ষক প্রতিনিধিকে সভার বাইরে চলে যেতে বলেন।

প্রতিবাদে ওই দুই শিক্ষক লিখিত আপত্তি দিয়ে শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে সভায় আলোচনার সুযোগ না দেওয়ার প্রতিবাদ জানান। তারা কলেজের অভ্যন্তরীণ যোগ্য প্রার্থীকে বাদ দিয়ে বাইরে থেকে সাংসদের পছন্দের ব্যক্তিকে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন।

ক্লাস বর্জন করা শিক্ষকদের অভিযোগ, কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. মাহবুবা সিদ্দিকী দীর্ঘ প্রায় তিন দশক ধরে সুনামের সঙ্গে শিক্ষকতা করলেও তাকে স্থায়ীভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। এ ছাড়া তার এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি রয়েছে। কিন্তু নিয়োগপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের কলেজে শিক্ষকতা করলেও স্নাতক পর্যায়ের কলেজে চাকরি করেননি। অথচ লালমাটিয়া কলেজের মতো স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষ হওয়ার জন্য ডিগ্রি কলেজে ১২ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলক।

গতকাল সকাল নয়টা থেকে বেলা তিনটা পর্যন্ত শিক্ষকেরা ক্লাস বর্জন করে কলেজের শিক্ষক মিলনায়তনে অবস্থান করেন। এখানে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন শিক্ষক প্রতিনিধি রোকেয়া বেগম ও মারজিয়া বেগম, সায়মা জাহান প্রমুখ। এদিকে ছাত্রীদের অনেকে শিক্ষকদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে কর্মসূচি নেওয়ার কথা বলেছেন। তবে শিক্ষকেরা ছাত্রীদের নিরুৎসাহিত করেছেন।

বিএনপির সাংসদ খন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমাদ এসব বিষয়ে গত মঙ্গলবার *প্রথম আলোকে* বলেছিলেন, অধ্যক্ষ নিয়োগের ক্ষেত্রে পছন্দ, ভালোবাসা বা আবেগের বিষয় বিবেচনা করা হয়নি। প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ প্রাধান্য দিয়ে এ নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে।

লালমাটিয়া কলেজে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষসহ ২০ জন শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। এর মধ্যে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নিয়োগ চূড়ান্ত হলেও বাকি ১৮ জন শিক্ষকের নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন। শিক্ষক নিয়োগে 'গোপনীয়তা ও নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য' সাংসদ অ্যাডভোকেট মাহবুব উদ্দিন আহমাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরীক্ষা নেওয়ার পর এখন খাতা দেখা চলছে।

খন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমাদ এ প্রসঙ্গে এর আগে *প্রথম আলোকে* বলেন, সুষ্ঠু পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগে তিনি এসব পদক্ষেপ নিয়েছেন।

কলেজের আন্দোলনরত শিক্ষকেরা ক্লাস ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা বর্জন করলেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা কর্মসূচির বাইরে রেখেছেন।